ইত্তেফাক

07

তারিখ ... 6.2.86
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3

গতকাল (বুধবার) এস, এম, হলের সম্মুখে ছাত্রদের প্রশমিত করার চেষ্টা করিতেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক —ইত্তেফাক

এস,এম,হলে ছাত্র সংঘর্ষ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

উপর্যুপরি দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাঙ্গামা ক্যাম্পাসে মারপিটের ঘটনার পর প্রশমিত হইয়া আবার বিক্ষোভ আকারে মতিঝিলে ছড়াইয়া পড়ে। মতিঝিলে জনস্বাধীন শ্রমিক ফেডারেশন কার্যালয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের

(৮ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

এস এম হলে সংঘর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

বিক্ষোভকালে ২ জন গ্রেফতার হয়।

গতকাল (বুধবার) সকাল ৯টায় এস, এম হলের গেটে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তিন জন কর্মী শিশির, সফিক, হাশিম লাঞ্ছিত হওয়ায় ক্যাম্পাসে আবারও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘটনার প্রতিবাদে সকাল ১০টায় এস,এম হল ঘেরাও করিয়া হলের বেশ কয়েকটি রুমের ক্ষতি সাধন করে। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর মোহসিন হলের প্রভোষ্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও কলা অনুষদের ডীনকে লইয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।

ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রদেরকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি ছাত্রদের মঙ্গলবারের ঘটনাবলীর মাধ্যমে সৃষ্ট অবস্থা স্মরণে রাখিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন, সামান্য ভুল এই অবস্থাকে ভিন্নতর করিয়া দিতে পারে। ভাইস চ্যান্সেলরের এই বক্তব্যের পর ছাত্ররা সরকার বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে মধুর কেন্টিনে ফিরিয়া আসে এবং সাড়ে এগারটায় মধুর কেন্টিন প্রাঙ্গণে এক সভার আয়োজন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই সভায় বক্তব্য রাখেন শিরীন আকতার ও জাহাঙ্গীর কবীর নানক। বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অছাত্র উচ্ছেদের কৃতিত্ব দাবী করিয়া বলেন, হলে হলে গঠিত ছাত্র ব্রিগেডের সক্রিয়তায় আর কোন পেটোয়া বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সভাশেষে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ দিবসের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী হিসাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল টি, এস, সি, বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা মোড় হইয়া জনস্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের সামনে আসিলে মিছিল হইতে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা জনস্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের অফিসে ঢিল ছোঁড়ে। অফিসের সামনে টহলরত পুলিশ এই সময় মিছিলের উপর লাঠি

এস এম হলে সংঘর্ষ

(৮ম পৃঃ পর)

চার্জ করে। ফলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পুলিশ মিছিল হইতে দুইজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের একজন আবদুল গফুর।

দুপুরে ভাইস চ্যান্সেলার প্রভোষ্টদের সহিত বৈঠকে মিলিত হন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের সহিত ভাসিটি কর্তৃপক্ষও গতকাল আলোচনা করেন। এ বৈঠকে গতকালের পরিস্থিতি ছাড়াও ১৩ই ফেব্রুয়ারীর আসন্ন বাসুনিয়া দিবস প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

সংগ্রামী ছাত্রজোট সকাল ১১টায় ডাকসু অফিসের সামনে এক সভার আয়োজন করে। এই সভার আগে জোটের একটি মিছিল কলাভবন প্রদক্ষিণ করে। সভায় জোট নেতা শামসুজ্জামান দুদু সন্ত্রাসকারীদের কবল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করিবার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল করে। একদিকে মিছিলের উত্তেজনা থাকিলেও অন্যদিকে স্বাভাবিক নিয়মে ক্লাশসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরীসহ প্রশাসনিক ভবনের কাজ নির্বিঘ্নে পরিচালিত হইয়াছে।

এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনার পর জাতীয় ছাত্র সমাজের আর কোন কর্মী মোহসীন, সূর্যসেন হলে ফিরিয়া আসে নাই। ঘটনার পর রাতে এস এম হলে জাতীয় ছাত্র সমাজের কর্মীরা ফিরিয়া আসিলেও গতকাল সকালের ঘটনার পর তাহারা আবার হল ত্যাগ করে। তবে বিকালে আবার তাহারা এস, এম হলে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মঙ্গলবারের ঘটনায় প্রতিবাদে আরও রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন বিবৃতি দিয়াছেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের সর্ব উচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত থাকায় সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সন্ত্রাসের সহিত সরকারী এবং বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন। এই অবস্থা জাতির জন্য সব চাইতে ক্ষতিকর। জাসদের (শা-র) বিবৃতিতে বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ও অস্ত্রমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যাহারা বুলি বিতরণ করেন, তাহাদেরই অস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অব্যাহত রহিয়াছে। জাসদ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং আগামী দিনে সুষ্ঠু ছাত্র আন্দোলন রচনার প্রয়োজনে সরকার এবং রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতামুক্ত ছাত্ররাজনীতি করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানায়।

গতকাল (বুধবার) এস, এম হলের ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে জাতীয় ছাত্র সমাজ নামধারী সরকারী পেটোয়া বাহিনী পরাভূত হওয়ার পরেও তাহারা গতকাল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের তিনজন কর্মীর প্রতি হামলা চালায়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এই হামলার নিন্দা জানাইয়া বলে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে। বিবৃতিতে গতকাল সংগ্রাম পরিষদের মিছিলের উপর পুলিশী হামলা ও ছাত্র গ্রেফতারের নিন্দা জানাইয়া গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবী করা হয়।